36733 - কোরবানীর পশু জবাই করার সময় কি বলবে?

প্রশ্ন

কোরবানীর পশু জবাই করার সময় পড়তে পারি এমন কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু জবাই করতে চান তার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নত:

بسم الله ، والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، هذا عني اللهم تقبل من فلان وآل فلان

(বিসমিল্লাহ্‌। ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা, ওয়া লাকা। হাযা আন্নি। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন ... ওয়া আলি ...)[ডট দেয়া স্থানদ্বয়ে কোরবানীকারীর নাম উল্লেখ করবে]

(অর্থ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌ই মহান। হে আল্লাহ্‌, এটি আপনার পক্ষ থেকে; আপনারই জন্য। এটি আমার পক্ষ থেকে উৎসর্গিত (আর অপরের পক্ষ থেকে হলে বলবে: অমুকের পক্ষ থেকে)। হে আল্লাহ্‌, অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন।)

এই দোয়ার মধ্যে শুধু 'বিসমিল্লাহ্‌' বলা ওয়াজিব। বিসমিল্লাহ্‌ এর অতিরিক্ত যে কথাগুলো আছে সেগুলো বলা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

ইমাম বুখারী (৫৫৬৫) ও ইমাম মুসলিম (১৯৬৬) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকালো ডোরাকাটা লম্বা শিংওয়ালা দুইটি দুম্বা দিয়ে কোরবানী দিয়েছেন। তিনি দুম্বার ঘাড়ের পার্শ্বদেশের উপর পা রেখে 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতে জবাই করেছেন।"

সহিহ মুসলিমে (১৯৬৭) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লম্বা শিংওয়ালা দুম্বা আনার নির্দেশ দিলেন। কোরবানী করার জন্য দুম্বাটি আনা হল। তখন তিনি আয়েশাকে বললেন: আয়েশা, ছুরিটি নিয়ে আস। এরপর বললেন: পাথর দিয়ে ছুরিটি ধার দাও। আয়েশা ধার দিলেন। এরপর তিনি ছুরিটি নিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরে শোয়ালেন। এরপর 'বিস্মিল্লাহ্‌; আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মদ, ওয়া আলে মুহাম্মদ, ওয়া মিন উম্মাতি

মুহাম্মদ’ বলে পশুটিকে জবাই করা শুরু করলেন এবং কোরবানী দিলেন”।

ইমাম তিরমিযি (১৫২১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে ঈদগাহে উপস্থিত হলাম। তিনি খোতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। এরপর দুম্বা আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পশুটিকে জবাই করলেন। তিনি বললেন: বিসমিল্লাহ্, ওয়া আল্লাহু আকবার, হাযা আন্নি ওয়া আম্মান লাম ইউযাহ্হি মিন উম্মাতি’ (অর্থ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌ই মহান। এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কোরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে)।[আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

কোন কোন রেওয়ায়েতে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়া লাকা’ (হে আল্লাহ্, এটি আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনারই জন্য) অতিরিক্ত এসেছে।[দেখুন: ইরওয়াউল গালিল (১১৩৮ ও ১১৫২)]

“আল্লাহুম্মা মিনকা” (অর্থ- হে আল্লাহ্, এটি আপনার পক্ষ থেকে): এ কথার অর্থ হচ্ছে এ কোরবানীর পশুটি আপনারই দান। এ রিযিক আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে।

“ওয়া লাক” (অর্থ- আপনার জন্য): এ কথার অর্থ হচ্ছে- এটি একনিষ্ঠভাবে আপনারই জন্য।[দেখুন: ‘আল-শারহুল মুমতি’ (৭/৪৯২)]